সাকার ফিশ (Sucker Fish) ধ্বংস করুন, দেশীয় প্রজাতির মাছ রক্ষা করুন

সাকার ফিশ (Sucker Mouth Catfish-Hypostomus plecostomus) একটি স্বাদু পানির মাছ যেটি দক্ষিণ আমেরিকায় ব্যাপকভাবে বিস্তৃত, তবে বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহেও বিস্তার লাভ করেছে। আশির দশকের শুরুর দিকে এ্যাকুরিয়াম ফিশ হিসেবে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বর্তমানে উন্মুক্ত জলাশয়সহ বদ্ধ জলাশয়, এমনকি বুড়িগঙ্গা নদীর দূষিত পানিতেও বিস্তার লাভ করেছে যা খুবই উদ্বেগজনক। মাছটি সর্বভুক তবে শৈবাল, জলজ উদ্ভিদ এবং ছোট পোকামাকড়, শামুকজাতীয় প্রাণি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রজনন ও বৃদ্ধি সর্বোপরি অস্তিত্ব রক্ষায় সাকার ফিশ হুমকিস্বরূপ।

মাছটির বৈশিষ্ট্যসমূহ

- বহিরাবরণ কাঁটাযুক্ত, দেহ অস্থিযুক্ত বর্মের মত, কালো ডোরাকাটা রঙের এবং মুখ চোষকযুক্ত নিম্নমুখী।
- স্বল্পমাত্রার অক্সিজেনযুক্ত পানিতে, এমনকি মোটামুটি দূষিত পানিতেও টিকে থাকতে ও দ্রুত বংশ বিস্তার করতে পারে।
- প্রজননকাল মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাস, স্ত্রী মাছ ৫০০-৩০০০ টি ডিম পাড়ে।
- খাদ্য হিসেবে এই মাছের গ্রহণযোগ্যতা নেই বললেই চলে।

করণীয়

- মাছটি যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে সাথে সাথে বিনষ্ট করতে হবে, যেমন মাটিতে পুঁতে ফেলা যেতে পারে।
- পুকুর, দীঘি বা চাষযুক্ত জলাশয় সম্পূর্ণ শুকিয়ে বা রোটেনন মাধ্যমে এ মাছ নিধন করতে হবে।
- পুকুর বা উন্মুক্ত জলাশয়ে প্রবেশ রোধের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
- অ্যাকুরিয়ামের মাছ হিসেবে অ্যাকুরিয়ামবাসীদের বিভিন্ন হ্যাচারিতে প্রজনন বা লালন পালন বন্ধ করতে হবে।
- যে কোন মূল্যে আমদানি বন্ধ করতে হবে।

মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ এর ধারা ০৮ এবং মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮ এর ধারা ০৯ এ অনুমতি ছাড়া কোন প্রকার মাছ আমদানির বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে; আইন অমান্যকারীকে অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বছর জেল অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ

- যে কোন বিরূপ পরিবেশে বাঁচতে পারে এবং দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করায় মাছটি
- দেশীয় প্রজাতির মাছের খাদ্য ও আবাসস্থল নিয়ে প্রতিযোগিতা করে।
- দেশীয় প্রজাতির মাছের ডিম ও রেণু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার ফলে বংশ বিস্তারে বিরূপ প্রভাব ফেলে।
- দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ, জলজ পোকামাকড়, শেওলা, ছোট শামুক জাতীয় প্রাণি খাদ্য হিসেবে ব্যাপকহারে গ্রহণ করায় পরিবেশের সহনশীল খাদ্য শৃঙ্খল নষ্ট হয়।
- স্থানীয় জলজ জীব-বৈচিত্র্যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হবে।
- চাষযুক্ত জলাশয়ে কাঙ্ক্ষিত প্রজাতির সাথে প্রতিযোগিতা করে এবং উৎপাদনশীলতা কমায়। অবাঞ্ছিত মাছ হিসেবে সাকার মাছকে ধ্বংস করতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়।
- জলাশয়ের পাড়ে ১.৫ মিটার পর্যন্ত গর্ত করতে পারে, ফলে পাড়ের ক্ষতি হয়।

জনসচেতনতায়:

মৎস্য দপ্তর,তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ